সাধু পলের বাণীপ্রচার পদ্ধতি এবং বাংলাদেশে বাণী প্রচারে তা অনুসরণের উপযোগিতা

– যোহন উত্তম রোজারিও

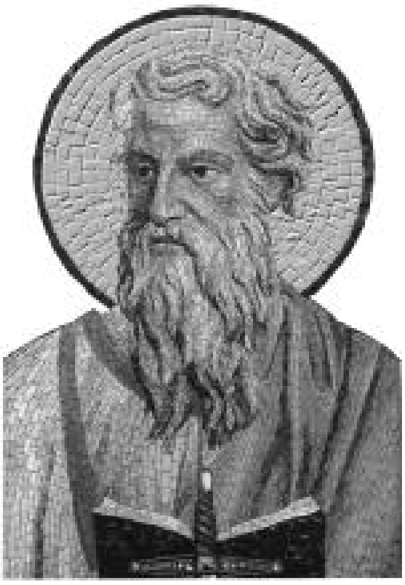

ভুমিকা

'সাধু পল' খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। সৌল, যিনি খ্রীষ্টানুসারীদের ধ্বংস করে ফেলতে হয়েছিলেন বদ্ধপরিকর, খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ লাভের পর মন পরিবর্তন করে তিনিই হলেন খ্রীষ্টের বাণী চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রধান হাতিয়ার। কেবল বাণী প্রচার নয়, খ্রীষ্টবিশ্বাসের মূল শিক্ষা যেন বিশ্বাসী ভক্তদের অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত হয়– এই উদ্দেশ্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বাণীপ্রচারের নানা অভিনব ও সৃজনশীল পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে খ্রীষ্টের মঙ্গলবাণী প্রচার করেছেন। তাঁর প্রচারে বিশ্বাসী হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে তাদের প্রভু ও মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বর্তমান বাংলাদেশেও বাণী প্রচারের উর্বর ক্ষেত্র রয়েছে। কাথলিক মণ্ডলীর বিভিন্ন কাটেখিষ্ট, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী ও খ্রীষ্টভক্তগণসহ অন্যান্য মণ্ডলীর বাণীপ্রচারকগণ বাংলাদেশে বাণীপ্রচারে নানা পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন মণ্ডলীর বাণীপ্রচারকগণ যদি সাধু পলের বাণী প্রচার পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর নিকট খ্রীষ্টবাণী প্রচার করেন তাহলে বাণী প্রচার ক্ষেত্রে তারা সাধু পলের মতই সার্থক ও সফল হবেন। সুতরাং বাংলাদেশে বাণী প্রচারে সাধু পলের বাণী প্রচার পদ্ধতি অনুসরণের যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

সাধু পলের বাণীপ্রচার পদ্ধতি

ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, যুগে যুগে অনেক প্রচারকই খ্রীষ্টের প্রেম, ক্ষমা, ভালবাসা ও শান্তির বাণী প্রচার করেছেন ও খ্রীষ্টকে বিধর্মীদের কাছে বহন করে নিয়ে গেছেন। এই প্রচারকার্যের ফলে শত শত খ্রীষ্টভক্তও খ্রীষ্টের নামে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। যাঁরা এভাবে খ্রীষ্টকে প্রচার করেন তাঁরাই মণ্ডলীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। এঁদের মধ্যে সাধু পল হলেন অন্যতম। সাধু পল ছিলেন একজন কৌশলী ও সফল বাণী প্রচারক। তাঁর প্রচারকর্মের পদ্ধতি ও কৌশল ছিল অভিনব ও নান্দনিক। এই অভিনব কৌশল ও পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি অসংখ্য মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছেন; খ্রীষ্টের মহান আদর্শের ছায়াতলে আনতে সক্ষম হয়েছেন। নিম্নে সাধু পলের বাণী প্রচার পদ্ধতি ও কৌশলগুলি আলোচনা করা হল :

বাস্তব জীবনাদর্শ দিয়ে সাধু পলের বাণীপ্রচার পদ্ধতি

সত্যের সাধনা ও সত্য শিক্ষা প্রদান : নিজে সত্যের সাধনা করে অন্যদেরও সত্য শিক্ষা প্রদান করা

সাধু পলের একটি উত্তম প্রচার পদ্ধতি। সত্য বলে পল যা জেনেছেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তাই আঁকড়ে ধরেছেন। তিনি সত্যের সাধনাই কেবল করেন নি, সত্য শিক্ষাও দিয়ে গেছেন : "আমি বলছি, মিথ্যাকে বর্জন করে তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের প্রতিবেশীর কাছে সত্য কথাই বল; কেন না পারস্পরিক সম্পর্কে আমরা তো অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরই মত" (এফে ৪:২৫)।

পবিত্র জীবনাদর্শ দিয়ে বাণী প্রচার : পবিত্র জীবনাদর্শ দিয়ে বাণী প্রচার সাধু পলের প্রচার পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম। সাধু পল নিজে যেমন পবিত্র জীবন যাপন করেছেন ঠিক তেমনি অন্যদেরও তা করতে পরামর্শ দেন: "এখন তোমরা বরং নববেশ-রূপে পরিধান কর স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টকে। তোমাদের নিম্নতর স্বভাবটার চিন্তায়, তার কামনা বাসনা চরিতার্থ করার চিন্তায় তোমরা এখন আর মন দিয়ো না" (রোমীয় ১৩:১৪)। খ্রীষ্টের সাক্ষাতে সাধু পল রূপান্তরিত মানুষে পরিণত হন। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন : "খ্রীষ্টের সঙ্গে আমিও এখন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছি। তাই এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবিত আছেন" (গালা ২:২০)। সুতরাং, জীবন বাস্তবতা দিয়ে বাণী প্রচার সাধু পলের এক কার্যকরী প্রচার পদ্ধতি। তিনি খ্রীষ্টকে নিজের জীবন বাস্তবতা দিয়ে প্রচার করেছেন। যখন যেখানে গিয়েছেন, সেখানকার মানুষের সাথে মিশে গিয়েছেন। কোন ভয়, দুঃখ-কষ্ট তাঁকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি সব সময় পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের ও তাঁর মঙ্গলবাণীর উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করেছেন ও খ্রীষ্টের মঙ্গলবাণী অন্যের কাছে প্রচার করেছেন। তিনি নিজে যেমন খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেছেন তেমনি খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার জন্যে সবাইকে আহ্বানও করেছেন – 'আমি নিজে যেমন খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি, তোমরা তেমনি আমারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর' (১করি ১১:১)।

খ্রীষ্ট নামের জন্য কষ্টভোগ : "খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের জন্য সাধু পল অনেক কষ্টভোগ করেছেন। খ্রীষ্ট নামের জন্য কষ্টভোগ করার ব্যাপারে সাধু পলের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা : 'আমরা তো সব ব্যাপারেই যথেষ্ট ধৈর্য দেখিয়ে থাকি। স্বীকার করি যত ক্লেশ, দুর্গতি, সঙ্কট; যত প্রহার, কারাবাস, দাঙ্গা-হাঙ্গামা; স্বীকার করি বহু পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, আর অনাহার। আমরা যে পরমেশ্বরের সেবাকর্মী, তা আমরা দেখাই আমাদের শুচিতায় ও ধর্মজ্ঞানে, আমাদের সহিষ্ণু ও সহৃদয় ব্যবহারে, আমাদের অন্তরের পবিত্রতায় ও ভালবাসার অকপটতায়' (১করি ৬:৪-৬)। সত্যিকারভাবেই পল একজন কষ্টভোগী সেবক। খ্রীষ্ট নামের জন্য কারাভোগ করেছেন, অপমানিত হয়েছেন, হয়েছেন লাঞ্ছিত। তবু তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। এত কষ্টের মাঝেও তিনি বলেন, 'তোমাদের জন্য আমি যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি কিন্তু আনন্দই পাচ্ছি। যে দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করতে খ্রীষ্টের এখনও বাকী আছে, আমি তো এই ভাবে আমার নিজের দেহেই তা সাধ্যমত পূরণ করে দিচ্ছি তাঁরই দেহের জন্যে, অর্থাৎ মণ্ডলীর জন্যে। স্বয়ং পরমেশ্বরই আমাকে এই মণ্ডলীর সেবাকর্মী করে রেখেছেন' (কল ১:২৪-২৫)। 'ইহুদীরা আমাকে পাঁচ পাঁচবার মোট ঊনচল্লিশবার কশাঘাত করেছে; তাছাড়া তিন তিনবার আমাকে বেত মারা হয়েছে; এমন কি একবার পাথর ছুঁড়েও মারা হয়েছে। তিনবার নৌকা ডুবি হয়েছে আমার; অকূল সমুদ্রে ভেসেই আমাকে একবার একটি দিন একটি রাত কাটাতে হয়েছে। বহুবার পথ যাত্রাও করেছি আমি; বিপন্ন হয়েছি নদীর বুকে; বিপন্ন হয়েছি শহরে; হয়েছি নির্জন প্রান্তরে; হয়েছি সাগরের বুকে; বিপন্ন হয়েছি যত ধর্ম ভাইয়ের হাতে।... কত পরিশ্রম, কত কঠিন কাজই না করেছি আমি। কতবার রাত জেগেছি আমি, হয়েছি ক্ষুধার্ত, পিপাসিত ! বহুবার থেকেছি অনাহারে, সয়েছি শীতের কষ্ট আর বস্ত্রাভাব!' (২করি ১১:২৪-২৭)।

প্রচার কাজে সহযোগী মনোভাব, পাস্পরিক একাত্মতা ও বিনম্রতা প্রকাশ : একা গড়ে না কেউ, গড়ে অনেকে মিলে। এ কথার সত্যতা প্রমাণ করেছেন সাধু পল। ৫০টি স্থানের অধিক এলাকায় ঐশরাজ্য প্রচারে সহযাত্রী, সহপ্রচারক, সহলিপি/সহপত্র লেখক এবং সেবাকাজে সহযোগী ভাইবোনদের সাথে একত্রে সাধু পল কাজ করেছেন। পলের পত্রাবলীতে এদের অনেকের নাম আছে। উদাহরণস্বরূপ– ৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় লিস্ত্রা নগরে কিছুদিন থাকার পর সেখানকার খ্রীষ্টানদের মুখে তিমথির প্রশংসা শুনে তিনি তাঁকে সঙ্গী ও সহকর্মী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন (শিষ্যচরিত ১৬:২)। তদ্রূপ

তীত, আরিস্তাখর্স, জুলিয়াস, যাকোব, আকুইলা ও তার স্ত্রী প্রিসিল্লা, যুদা, সিলাস, বার্নাবাস, যোহন, মার্ক, সিমোন ও আরো অনেকে। বাণীপ্রচারে সাধু পল সকলের সাথে (যাদের সাথে ও যাদের নিকট প্রচার করতেন) একাত্মতা ও বিনম্রতা প্রকাশ করতেন। একাত্মতা ও বিনম্রতা হল খ্রীষ্টীয় সেবাকাজের দু'টি প্রধান গুণ। এই গুণগুলি থাকলে একজন স্বাভাবিকভাবেই বাণী প্রচারক হয়ে ওঠেন। সাধু পলের মতে বিনম্রতা হল আমরা যেন অন্যদেরকে নিজের চেয়ে ভাল বলে মনে করি। তাই বিনম্রতা হল অন্যদের তুচ্ছ না করে তাদের সম্মান দেখানো। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন 'প্রচার কাজে আমরা যেন একে অন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করি। এটা যেন না ভাবি যে, কে কার চেয়ে বড় বা সফল'।

পরিশ্রম : কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বাণী প্রচার করা সাধু পলের প্রচার পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম। এ কাজে তিনি কখনও ক্লান্তিবোধ করতেন না : 'এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি কঠোর পরিশ্রম করি এবং খ্রীষ্টের যে কর্মশক্তি আমার অন্তরে প্রবল প্রেরণা জাগায়, সেই শক্তির সাহায্যে আমি প্রাণপণ সাধনা করেই চলি' (কল ১:২৯)। এমন কি "সাধু পল নিজের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিজেই বহন করতেন এবং অন্যদেরকেও তা করতে উৎসাহিত করতেন: 'ভাই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমরা তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, যারা অলসতায় দিন কাটাচ্ছে, যে নীতি তোমরা আমাদের কাছ থেকে শিখেছ, সেই নীতি যারা মেনে চলছে না, সেই সব ভাইকে তোমরা বরং এড়িয়েই চল। তোমাদের কাছে থাকতে আমরা কখনও কোন রকম অলসতা করি নি। কাউকে দান না দিয়ে তার কাছ থেকে খাবারও নিইনি কখনও; বরং বহু পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই সেই সময় দিন রাত কাজ করেছিলাম আমরা, যাতে তোমাদের কারও গলগ্রহ না হই।– তাই আমরা যখন তোমাদের ওখানে ছিলাম, তখন তোমাদের এই নির্দেশ দিয়েছিলাম : যে কাজ করতে চাইবে না, সে খেতেও পারে না' (২থেসা ৩:৬-১০)।

স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে সাধু পলের বাণীপ্রচার পদ্ধতি

স্থানীয় ভাষার ব্যবহার : "হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, আরামাইক প্রভৃতি ভাষায় সাধু পল কথা বলতে পারতেন"; "পল তখন সেখানে সেই সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়েই হাতের ইশারায় সকলকে চুপ করতে বললেন। তখন সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি এবার হিব্রু ভাষায় বলতে শুরু করলেন ..." (২করি ১২:৪)। এছাড়া নিজের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য: "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা তোমাদের সবার চেয়ে আমার তো বেশীই আছে" (১করি ১৪:১৮)। এ থেকেই বুঝা যায়, সাধু পল বিভিন্ন স্থানে প্রচারের সময় সেখানকার লোকদের স্থানীয় ভাষাই ব্যবহার করেছেন।

স্থানীয় বিশ্বাস, ধর্মচর্চা ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দান: সাধু পল জানতেন কিভাবে অন্য ধর্ম বা দর্শনের ধ্যান-ধারণার মধ্যেও যীশুর সুসমাচার ঘোষণা করা যায়। যীশুর বাণী প্রচার করার ক্ষেত্রে বাইবেল ছাড়াও অন্যান্য ধর্ম বা দর্শনের কথাও যে প্রযোজ্য তা বেশ ভালভাবেই জানতেন সাধু পল। তাই স্থানীয় বিশ্বাস, ধর্মচর্চা ও সংস্কৃতিকে আঘাত না করে পল জনগণের নিজেদের বিশ্বাসকে ভিত্তি করে বাণীপ্রচার শুরু করেন : " এথেন্সের মানুষেরা, আমি তো দেখতেই পাচ্ছি, সবদিক দিয়ে আপনাদের মধ্যে যথেষ্ট ধর্মভক্তি রয়েছে ! আপনাদের এই শহর ঘুরতে ঘুরতে আমি যখন আপনাদের নানা উপাসনার স্থান লক্ষ্য করে দেখছিলাম, তখন এমন একটি বেদী আমার চোখে পড়ল, যার গায়ে লেখা রয়েছে : 'এক অজ্ঞাত দেবতার প্রতি নিবেদিত'। তাই শুনুন, যাঁকে আপনারা না জেনেও ভক্তি করেন আমি এখন তাঁর কথাই আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি"(শিষ্য ১৭:২২খ-২৩)।

স্থানীয় নেতৃত্ব গঠন : সাধু পল যেখানেই বাণী প্রচার করেছেন, এবং তার ফলশ্রুতিতে যেখানেই বিশ্বাসী মণ্ডলী গঠন করেছেন, সেখানেই তিনি তার নিজস্ব প্রতিনিধি নিয়োগের পাশাপাশি স্থানীয় বিশ্বাসী ভক্তদের মধ্য থেকে কয়েকজন যোগ্য প্রবীণ নেতৃবৃন্দকে বেছে নিয়েছেন, যেন তারা বিশ্বাসের জীবনযাত্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে।

স্থানীয় মণ্ডলীতে অর্থনৈতিক ভিত্তি : সাধু পল কর্তৃক স্থাপিত করিন্থীয় ও গালাতীয় মণ্ডলী জেরুসালেম মণ্ডলীর জন্যে অর্থ সাহায্য দিয়েছিল। এ থেকেই বুঝা যায়, এসব মণ্ডলী অর্থনৈতিকভাবেই সচ্ছল ছিল। "এবার জেরুসালেমের ভক্তদের জন্যে চাঁদা তোলার প্রসঙ্গে আসা যাক! গালাতীয়ার মণ্ডলীগুলিকে আমি এ ব্যাপারে যা করতে বলেছি, তোমরাও তা-ই কর! তোমরা যে যেমন আয় কর, সেই মতো প্রতিটি রবিবার তা থেকে একটি অংশ কেটে নিয়ে তা জমাতেই থাক ! তাহলে আমি যখন তোমাদের ওখানে যাব, তখন আর চাঁদা তোলার দরকার হবে না" (১করি ৯:১৯-২২)।

সংস্কৃত্যায়ন : দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা আজ পর্যন্ত সংস্কৃত্যায়নের যে জোয়ার মণ্ডলীতে বইছে তা যেন সাধু পল দু'হাজার বছর পূর্বেই শুরু করে গিয়েছিলেন। "তিনি কখনও তাঁর নিজের মত করে খ্রীষ্টবিশ্বাসকে কারও উপর চাপিয়ে দেন নি। বরং তারা যেভাবে সহজে বুঝতে পারবে সেই পন্থা অবলম্বন করেই তিনি বাণী প্রচার করে গেছেন। 'আমি একজন স্বাধীন মানুষ, কারও দাস নই; কিন্তু তবুও যত জনের পারি, ততজনেরই মন জয় করার জন্যে আমি সকলের দাসত্ব স্বীকার করে থাকি। ইহুদীদের মন জয় করার জন্যে ইহুদীদের কাছে আমি তো হয়েছি একজন ইহুদীরই মতো । ... দুর্বল যারা, আমি তাদের কাছে হয়েছি দুর্বল– দুর্বলদেরই মন জয় করার জন্যে। সকলের কাছে আমি সবকিছুই হয়েছি, যাতে, যেমন করেই হোক, কয়েকজনকে পরিত্রাণের পথে নিয়ে আসতে পারি' (১করি ৯:১৯-২২)।

সবাইকে পরিত্রাণের পথে নিয়ে আসতে সাধু পলের বাণীপ্রচার পদ্ধতি

সাধু পলের বাণী প্রচার ছিল জাতি-বিজাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের কাছে। তার কথা হল, বাণীপ্রচার ছাড়া খ্রীষ্টকে অন্যের কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় না। "প্রভুর প্রতি যাদের বিশ্বাস এখনও জন্মায় নি, তাঁকে তারা ডাকবে কেমন করে ? আর যারা তাঁর কথা এখনও শুনে নি, তাঁর প্রতি তাদের বিশ্বাস জন্মাবেই বা কেমন করে ? আর কেউ যদি বাণী প্রচার না করে, তাহলে তাঁর কথা তারা শুনতে পাবেই বা কি করে ? আর প্রেরিত না হলে কেউ বাণী প্রচার করবেই বা কেমন করে" (রোমীয় ১০:১৪-১৫ক)। "সকলের কাছে আমি সব কিছুই হয়েছি, যাতে, যেমন করেই হোক, কয়েকজনকে পরিত্রাণের পথে নিয়ে আসতে পারি" (১করি ৯:২২খ)। সবাইকে পরিত্রাণের পথে নিয়ে আসতে সাধু পলের বাণীপ্রচার পদ্ধতিসমূহ এখানে আলোচনা করা হল।

পিতৃসুলভ ভালাবাসা প্রদর্শন : সাধু পল যাদের কাছে বাণী প্রচার করতেন, তাদেরকে সর্বদা পিতৃসুলভ ভালবাসা প্রদান করতেন। তিমথির কাছে লেখা পত্র দুটিতে তিনি তাঁর সন্তান বাৎসল্যের পরিচয় দিয়েছেন। পিতা যেন আবেগজড়িত হৃদয়ে পুত্রকে দিক নির্দেশনা দান করছেন। উভয় পত্রই তিনি শুরু করেন এই সম্ভাষণ জানিয়ে : "আমাদের ত্রাণকর্তা পরমেশ্বর এবং আমাদের আশাস্থল খ্রীষ্ট-যীশুর আদেশ অনুসারে খ্রীষ্টযীশুরই প্রেরিত দূত এই যে আমি, পল, এই পত্র লিখছি, তিমথি, তোমারই কাছে, যে-তুমি বিশ্বাসসূত্রে আমার যথার্থ সন্তান" (১করি ৯:২২খ)। পিতা যেমন তাঁর পুত্রকে উপদেশ দেন, সম্ভাব্য সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং ভবিষ্যতের নির্দেশনা দান করেন, পল সেভাবেই তিমথিকে নির্দেশনা দান করেন।

সর্বত্র বাণী প্রচার : সাধু পল প্রভু যীশুর বাণীকে শুধুমাত্র দামাস্কাসে প্রচার করেই ক্ষান্ত হন নি, বরং ধীরে ধীরে লিস্ত্রা, ত্রোয়াস, মাসিডন, ফিলিপ্পীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির সাথে মিশে যীশুকে তাদের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। যখন মানুষ যীশুকে চিনতে পেরেছে তখন তারা পলের নিকট যীশুর নামে দীক্ষাস্নাত হয়েছেন। কিছু সংখ্যক পরিবার একসঙ্গে দীক্ষা নিলে পল সেখানে একটা ক্ষুদ্র মণ্ডলী গড়ে তুলেছেন।

প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন : সাধু পল যেখানেই বাণী প্রচার করেছেন বা পত্র লিখেছেন তিনি সর্বপ্রথমে সেখানকার খ্রীষ্টানুসারী ভাইবোনদের প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেছেন। জাতি বিজাতি সকলকেই প্রভু যীশুর নামে শান্তিপূর্ণ সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে তিনি তাদের হৃদয়-গভীরে স্থান করে নিতে সচেষ্ট ছিলেন।

অনুরোধ/অনুনয় : বাণী প্রচারের কৌশল হিসেবে সাধু পল নম্রভাবে সকলকে অনুরোধ বা অনুনয় করে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন ও খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করতেন। ১করিন্থীয় ১:১০ পদে তিনি বলেছেন, "ভাই, তোমাদের কথাবার্তায় যেন একটা মতৈক্যের ভাব ফুটে উঠে, তোমাদের মধ্যে যেন বিন্দুমাত্র দলাদলি না থাকে, বরং একই মনোভাব, একই বিচার বিবেচনার বন্ধনে তোমরা যেন সম্পূর্ণ এক হয়ে উঠ"।

প্রত্যাশা ও দৃঢ় মনোবল প্রদর্শন : প্রত্যাশা ও দৃঢ় মনোবল প্রদর্শন সাধু পলের প্রচার পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম। সাধু পলের ভাষায়– আমরা পদে পদেই দুঃখ-কষ্ট পেয়ে থাকি কিন্তু তবুও অভিভূত হই না, নির্যাতিত হই কিন্তু নিঃসহায় হই না (২য় করিন্থীয় ৪:৮)। দৃঢ়চেতা মনোভাবের পরিচয় বহন করতে পেরেছেন সাধু পল, মাঝে মাঝে হোঁচট খেলেও থেমে থাকেন নি।

বাণীপ্রচারের জন্যে জনবহুল স্থান নির্বাচন : বাণীপ্রচারের জন্যে সাধু পল সর্বদা জনবহুল স্থান বেছে নিতেন যেন অনেক মানুষ খ্রীষ্টের বাণী শোনার সুযোগ পায়। তিনি ইহুদীদের সমাজগৃহগুলিতে খ্রীষ্টবাণী প্রচারের জন্যে নিয়মিত যেতেন। "এথেন্সের সবচেয়ে জনাকীর্ণ স্থান আরেওপগাস বা নগর পরিষদ বা নগরের সর্বোচ্চ আদালতের সামনে সাধু পল বাণী প্রচার করেন। পাহাড়ের উপরের এই আরেওপগাস থেকে নীচের বাজার ও মন্দিরের অসংখ্য লোক ও দর্শনার্থী দেখা যেত। পলের প্রচারে এসব লোক আকৃষ্ট হয় এবং 'এই লোকটি বোধ হয় বিদেশী কোন দেব-দেবীর সম্পর্কে কথা বলছে'– এই কথা মনে করে তারা পলের কাছে এসে তাঁর কথা শ্রবণ করত।

খ্রীষ্টবিশ্বাস ও খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের রক্ষায় সাধু পলের বাণীপ্রচার পদ্ধতি

সাধু পল তাঁর জীবন দিয়ে পালকীয় ক্ষেত্রে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সৃজনশীলতার পরিচয় দেন। পালকীয় সেবাদানে নিবেদিত তাঁর সদিচ্ছা ও অকপট ভালবাসার কারণেই তিনি বারবার তাঁর পিছনে রেখে আসা নবগঠিত ও দীক্ষিত মণ্ডলীগুলির দিকে ফিরে তাকাতেন। খ্রীষ্টবাণী প্রচারে নির্ভীক ও অস্থির প্রেরিতদূত হিসেবে তিনি যখন অক্লান্তভাবে একস্থান হতে অন্যস্থানে খ্রীষ্টবাণীর বীজ বুনে বেড়িয়েছেন, তখনও তিনি তাঁর নবগঠিত মণ্ডলীগুলির দিকে দায়িত্বশীল মনোভাব নিয়ে নজর দিয়েছেন। নিম্নে খ্রীষ্টবিশ্বাস ও খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের রক্ষায় সাধু পলের বাণীপ্রচার পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হল।

পালক ও ভক্তের মাঝে যোগাযোগ : আদর্শ পালক হিসেবে সাধু পল সর্বদা তাঁর শিষ্যদের– যাঁরা ধর্মপাল ও ধর্মসেবক হিসেবে বিভিন্ন মণ্ডলীতে কর্মরত ছিলেন, তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আর শুধু তাঁদের সাথেই বা কেন, তিনি খ্রীষ্টের অনুসারী প্রত্যেক ভক্ত বিশ্বাসীর খবরা-খবর রাখতে চেষ্টা করতেন– কখনও নিজে সেখানে পৌঁছে, কখনও বা প্রতিনিধি প্রেরণ কিংবা পত্র লেখার মধ্য দিয়ে।

দক্ষ পরিচালনা : সাধু পল শুধুমাত্র বাণী প্রচার এবং খ্রীষ্টে দীক্ষিত করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি যেখানেই বাণী প্রচার করেছেন, সেখানেই তিনি যত্নশীল ছিলেন যাতে লোকেরা খ্রীষ্ট বিশ্বাসকে হারিয়ে না ফেলে ভ্রান্ত শিক্ষাদানকারীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন : "তাই বলছি, তোমরা যখন যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু বলেই গ্রহণ করেছ, তখন তাঁরই পথে এগিয়ে চল তোমরা। তাঁরই আশ্রয়ে স্থিতমূল হয়ে থাক; যে-বিশ্বাসে তোমরা দীক্ষিত হয়েছ, তাতেই অটল হয়ে থাক; তোমাদের অন্তর উচ্ছল হোক পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনে। তোমরা দেখো, যে তত্ত্ববিদ্যা খ্রীষ্টকে নয় বরং নিছক মানবীয় মতধারাকেই মেনে চলে, জগতের সেই আদিম যত শক্তিকেই মেনে চলে, তেমন অসার তত্ত্ববিদ্যার মোহে কেউ যেন তোমাদের বশীভূত না করে"(কল ২:৬-৮)।

পালকীয় পত্র বা চিঠি প্রদান : সাধু পলের প্রচার জীবনের অন্যতম কৌশল ছিল পালকয়ি পত্র বা চিঠি, এর মাধ্যমে তিনি খ্রীষ্টভক্তদের পালকীয় পরিচর্যা করতেন। তাই তো দেখা যায়, বন্দী থাকা অবস্থায়ও তিনি অনেকগুলো পালকীয় পত্র (এফেসীয়, কলসীয়, ফিলেমন, ফিলিপ্পীয়) লিখেছিলেন বিভিন্ন মণ্ডলীর কাছে। এভাবে

তাঁর প্রতিনিধিদের প্রেরণ করে তিনি জনগণের পালকীয় যত্ন নিয়েছেন।

বাণীপ্রচারে ব্যক্তিগত চারিত্রিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ এবং গুণাবলীর ব্যবহার

সাধু পলের বাণী প্রচারের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ এবং চারিত্রিক গুণাবলীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'গামালিয়েলের শিষ্য সৌল জ্ঞানের দিক থেকে যে কোন ইহুদীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার যোগ্যতা রাখে। শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান। তিনি বারবার পুরাতন নিয়মের অনেক কথা নিয়ে এসেছেন: 'বিধান গ্রন্থে তো লেখাই আছে, ভিন ভাষী মানুষের মুখ দিয়ে, ভিন দেশী মানুষেরই মুখ দিয়ে আমি এবার এই জাতির মানুষকে আমার কথা শোনাব, অথচ তারা কিন্তু আমার কথায় কান দেবে না। এই কথা বলছেন স্বয়ং প্রভু'।

পালকীয় ক্ষেত্রে দক্ষতা ও বিচক্ষণতা : পল ছিলের অত্যন্ত বিচক্ষণ স্বভাবের মানুষ। কোন কিছু বলার বা করার পূর্বে স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিতেন। সেজন্যই বোধ হয় খ্রীষ্টবিরোধী শক্তির ব্যাপকতা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে দীর্ঘ সময় খ্রীষ্টবাণী প্রচার করা সম্ভব হয়েছিল। বন্দী অবস্থায় রোমীয় শতানীক যখন তাঁকে চাবুক মারতে উদ্যত হলেন, তিনি বলে উঠলেন, "যে লোক একজন রোমীয় নাগরিক, যার বিচার এখনও করা হয় নি, তেমন লোককে কি চাবুক মারার অধিকার আপনাদের আছে ?"(শিষ্য ২২:২৫)। "ভাই, আমি নিজে একজন ফরিসি, ফরিসির সন্তান। মৃতদের যে পুনরুত্থান হবে, এই আশা করি বলেই আজ এখানে আমার বিচার হচ্ছে!" (শিষ্য ২১:৩৯)। খ্রীষ্টবাণী যেন লোকদের কাছে সহজেই গ্রহণীয় হয়, সেজন্যও তিনি এথেন্সবাসীদের কাছে চমৎকার কৌশল অবলম্বন করেন: "আপনাদের এই শহর ঘুরতে ঘুরতেই আমি যখন আপনাদের নানা পুণ্যনির্মিতি লক্ষ্য করে দেখছিলাম, তখন এমন একটি বেদীও আমার চোখে পড়ল, যার গায়ে লেখা আছে : 'এক অজ্ঞাত দেবতার প্রতি নিবেদিত।' তাই শুনুন : যাঁকে আপনারা না জেনেও ভক্তি করেন, আমি এখন তাঁর কথাই আপনাদের সকলকে জানিয়ে দিচ্ছি !" (শিষ্য ১৭:২৩)। সাধু পল সর্বদা বিচক্ষণতার সহিত তাঁর সেবা দায়িত্ব পালন করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য হল, "যে মানুষ প্রভুর সেবক তার তো কোন বিবাদে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়, বরং সকলের সঙ্গে তার প্রীতি-স্নিগ্ধ ব্যবহার করা উচিত। তার হওয়া উচিত নিপুণ শিক্ষাদাতা, একজন সহনশীল মানুষ" (২তিমথি ২:২৪)।

সাহসিকতা : সাধু পলের প্রচার পদ্ধতির প্রথম ধাপ ছিল নির্ভয়ে মানুষের কাছে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের কথা সরাসরি ঘোষণা করা। "বাণী প্রচারের সময় কোন প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হলে সাধু পল অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিতেন। সাহসিকতার সহিত বাণী প্রচার করা ছিল সাধু পলের এক উত্তম প্রচার পদ্ধতি। বন্দী অবস্থায়ও পল সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ইহুদী মহাসভায় যখন মহাযাজক আনানিয়াস পলকে আঘাত করে তাঁর মুখটা বন্ধ করে দিতে বললেন, 'পল তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : ওহে চুনকাম করা দেয়াল, স্বয়ং পরমেশ্বর একদিন এই তোমাকেই আঘাত করবেন ! তুমি এখানে বসে আছ কেন ? আমাকে আইন মতো বিচার করবে বলেই তো! আর সেই তুমি কিনা আইন ভেঙ্গে আমাকে আঘাত করবার হুকুম দিচ্ছ ?' (শিষ্য ২৩:৩)

খ্রীষ্টবিশ্বাসের ধারক ও বাহক : প্রকৃত মেষপালক আপন মেষদের পালন ও রক্ষার জন্য নিজের জীবন পণ করেন (যোহন ১০:১১)। ঠিক তেমনি খ্রীষ্টমণ্ডলীতে একজন পালক হলেন খ্রীষ্টবিশ্বাসের ধারক ও বাহক, অন্যদিকে বিশ্বাসী জনগণের পৃষ্ঠপোষক ও সেবক। "পালকীয় উদ্দেশ্যে সাধু পল তাই এফেসাস মণ্ডলীতে রেখে আসা তিমথির কাছে দু'টি এবং ক্রীটবাসী মণ্ডলীর ধর্মপাল হিসেবে নিযুক্ত তীতের কাছে একটি পত্র রচনা করেন (এ সময় তিনি রোম নগরীতে বন্দী জীবন যাপন করছিলেন)। এই পত্রগুলোতে পালক হিসেবে তিমথি ও তীতের কী কী করণীয় ও পালনীয়, তার অনেক কিছুই তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় তুলে ধরেছেন। সাধু পলের অনুপস্থিতিতে উক্ত মণ্ডলীগুলোতে যেসব ভ্রান্ত মতবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, তা বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ও প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাস রক্ষা করা যে তিমথি ও তীতের পালকীয়

দায়িত্ব তিনি সে বিষয়ের উপর জোর দেন। "যে ধর্মবিশ্বাস তুমি পেয়েছ, সে সত্যে তুমি দীক্ষিত হয়ে আছ – তা তুমি আঁকড়েই থাক" (২তিমথি ৩:১৪)।

মঙ্গলবাণীর প্রতি বিশ্বস্ততা : মঙ্গলবাণীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সাধু পল তাঁর প্রচার কাজ করতেন। নিজ জীবন বিপন্ন করেও তিনি মঙ্গলবাণীর জন্য কাজ করেছেন। বার বার তাঁর প্রৈরিতিক শিষ্যত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছে, কিন্তু তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বার বারই বলেছেন, স্বয়ং যীশুই তাঁকে মনোনীত করেছেন এবং তাঁর কাজ করাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য। পলের মতে বিশ্বস্ত থাকার আরেকটি অর্থ হল নিজের বিশ্বাসে অবিচল থাকা। "সুতরাং, ভাইয়েরা, স্থিতমূল থাক এবং সেই পরম্পরাগত শিক্ষা আঁকড়ে ধরে থাক, যা আমাদের মুখ বা পত্র থেকে পেয়েছো" (২থেসা ২:১৫)।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : "বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে পল কখনও অন্যায়ের কাছে আপোষ করেন নি। এমন কি পিতরের অন্যায় আচরণও তিনি সহ্য করেন নি: 'তবে পিতর যখন পরে আন্তিয়োক নগরে এসেছিলেন, আমি তখন তাঁর মুখের উপর একবার প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম, কারণ তাঁর আচরণ তখন নিঃসন্দেহে অন্যায় হয়ে উঠেছিল" (গালাতীয় ২:১১)।

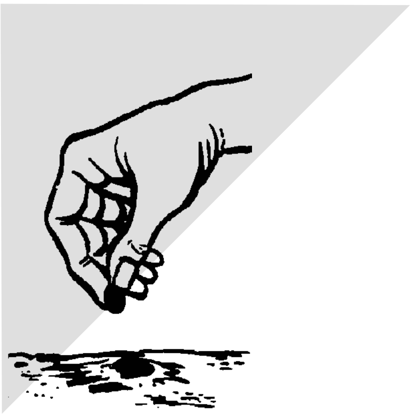

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে খ্রীষ্টবিশ্বাসী জনগণ ও বাণী প্রচারের ক্ষেত্র

বাংলাদেশে বাণীপ্রচারের উর্বর ক্ষেত্র রয়েছে। এ দেশের মোট জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৪কোটি। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মাঝে 'খ্রীষ্টবিশ্বাসী কাথলিক ভক্ত-জনগণের সংখ্যা প্রায় ৩০৯,৭০০' এবং 'খ্রীষ্টবিশ্বাসী প্রটেষ্ট্যান্ট ভক্তজনগণের সংখ্যা প্রায় ১৫০,০০০'। দিন দিন বাংলাদেশে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সংখ্যা বাড়ছে। এদেশে এখনও এমন অনেক মানুষ আছে যারা খ্রীষ্টের বাণী শোনার জন্যে ভীষণ আগ্রহী। তাই এ দেশের বাণীপ্রচারকগণ খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তাদের প্রচারের ফলে বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে (বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে) প্রতি বছর অনেক মানুষ খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠে। সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশে বাণী প্রচারের ৩টি ক্ষেত্র রয়েছে :

ক. পুরনো খ্রীষ্টান হিসেবে পরিচিতদের মাঝে

খ. নব দীক্ষিত খ্রীষ্টানদের মাঝে

গ. ঐশবাণী শুনতে আগ্রহী অখ্রীষ্টান ভাইবোনদের মাঝে

পুরোনো খ্রীষ্টান

যাদের মাঝে খ্রীষ্টবাণী প্রচারিত হয়েছিল ৫০০ বছরেরও আগে; বিশ্বাস গ্রহণের এমন দীর্ঘ ইতিহাসের জন্যেই এরা পুরোনো খ্রীষ্টান হিসেবে পরিচয় দিতে যথার্থভাবেই আনন্দ-তৃপ্তি পায়। এই পুরোনো খ্রীষ্টানদের মধ্যে বিরাজমান কতিপয় ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হল :

◗ এদের মাঝে অনেকেই আছে যাদের জীবন খ্রীষ্ট বিশ্বাসের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত

◗ তারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং মাণ্ডলিক সংস্কারীয় জীবন বিশ্বস্তভাবে যাপন করে

◗ তাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী-সন্ন্যাসব্রতিনীসহ অনেক সেবাকর্মী

◗ তারা মণ্ডলীতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক

◗ তারা অর্থসম্পদ, সেবাকর্ম ও প্রেরণ কাজের দিক দিয়ে স্থানীয় মণ্ডলীকে স্বনির্ভর করতে চায়।

এদের মাঝে বাণীপ্রচারের অর্থই হচ্ছে তাদের পালকীয় যত্ন নেয়া, বাণীর আলোকে তাদের গঠন দেয়া; মণ্ডলীর কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেয়া।

◗ আবার তাদেরই মাঝে দেখা যায় যে, পুরোনো বলে আখ্যায়িত হলেও তাদের অনেকের জীবন যেন বাণীর আদর্শ থেকে অনেক দূরে। এর জন্যেই বুঝি এতো পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা।

এদের মাঝে তাই ঐশবাণীকে নতুন করেই উপস্থাপন করতে হবে। শুধুমাত্র ধর্মশিক্ষা দিয়েই নয়, এদের মাঝে ঐশবাণীও জানাতে হবে।

নতুন খ্রীষ্টান

বাংলাদেশে আবার খ্রীষ্টভক্তদের এক বিরাট অংশ রয়েছে যারা বিশ্বাস গ্রহণের ক্ষেত্রে খুব বেশী পুরোনো নয়, অনেকে খুবই সাম্প্রতিক। এরা বাণী গ্রহণের আনন্দে অধীর। তবে জীবন এদের যেন বাণীময় হয়ে উঠে তার জন্যেই প্রয়োজন রয়েছে জীবন ভিত্তিক বাণী প্রচারের সুব্যবস্থা।

ঐশবাণী শুনতে আগ্রহী অখ্রীষ্টান ভাই-বোনেরা

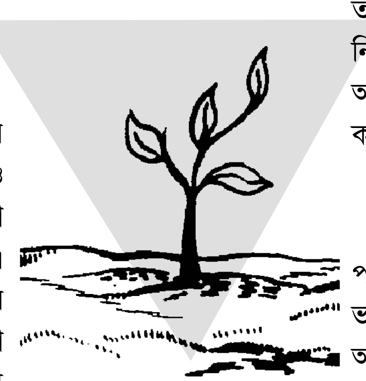

আমাদের দেশের অনেক ভাইবোন এখনও ঈশ্বরের বাণী শোনেই নি বা শুনতে ভীষণ আগ্রহী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলার অনেক অবাঙ্গালী সরল-সহজ জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদের মাঝে আমরা সাধু পলের প্রচার পদ্ধতি অনুসরণ করে ঈশ্বরের বাণী নিয়ে যেতে পারি। এটাই হল বাংলাদেশে বর্তমান শতাব্দীর মূর্তিমান এক যুগ লক্ষণ।

তৃতীয় অধ্যায়

বর্তমানে বাংলাদেশে বাণী প্রচারে সাধু পলের প্রচার পদ্ধতি অনুসরণের উপযোগিতা

বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ হলেও এদেশে বাণীপ্রচারের উর্বর ক্ষেত্র রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে এমন অনেক জাতিগোষ্ঠী রয়েছে যারা খ্রীষ্টবাণী শুনতে ভীষণ আগ্রহী। তাই খ্রীষ্টের বাণী তাদের নিকট পৌঁছে দেয়া আমাদের সকলের দায়িত্ব। এছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের নিকট আমরা আমাদের খ্রীষ্টীয় জীবন যাপনের মাধ্যমে সাধু পলের ন্যায় খ্রীষ্টাদর্শ ও খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করতে পারি। সুতরাং বাংলাদেশে বাণীপ্রচারের ক্ষেত্রে সাধু পলের প্রচারপদ্ধতি অনুসরণের উপযোগিতা রয়েছে। নিম্নে বর্তমান বাংলাদেশে বাণী প্রচারে সাধু পলের প্রচার পদ্ধতি অনুসরণের উপযোগিতাগুলো আলোচনা করা হল।

বর্তমানের বাংলাদেশের সাধু পলের মতো জীবন বাস্তবতায় বাণীপ্রচারের উপযোগিতা

সত্যের সাধনা ও সত্য শিক্ষা প্রদান :

বাংলাদেশে আজ অসত্যের সাধনা ও অসত্র শিক্ষাই বেশী পরিলক্ষিত হয়। সর্বত্রই আজ দুর্নীতি আর দুর্নীতি। তাই বাংলাদেশে বাণীপ্রচার ক্ষেত্রে বাণীপ্রচারকগণ যদি নিজেদের জীবনে সাধু পলের ন্যায় সত্যের সাধনা করে অন্যদেরও সত্য শিক্ষা প্রদান করে, তা হলেই বাণীপ্রচার কার্যে তারা সার্থকতা লাভ করবেন।

পবিত্র জীবনাদর্শ দিয়ে বাণী প্রচার :

বাংলাদেশের মানুষ আজ কোন কিছু শুনে তা পালন করতে যতটা উৎসাহিত হয়, তার চেয়ে বরং ভাল কিছু দেখে এবং সে আলোকে নিজেদের জীবন অবস্থাকে মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে তা পরিবর্তনের তাগিদ নিজেদের অন্তরে অনুভব করে। তাই সাধু পল যেমন তাঁর নিজের জীবন বাস্তবতা দিয়ে সকলের নিকট সফলভাবে বাণী প্রচার করেছেন তেমনি বাংলাদেশে আমরা যদি নিজেদের জীবনাদর্শ দিয়ে খ্রীষ্টের বাণী সকলের নিকট প্রচার করি তবেই বাণী প্রচারে আমরা

সফল হব। খ্রীষ্টকে সবার অন্তরে পৌঁছে দিতে সাধু পল যেমন সকলের জন্যে সব কিছুই হয়েছিলেন তেমনি বাংলাদেশে বাণী প্রচার ও পালকীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেক বাণীপ্রচারক ও পালক যদি তার মেষরূপ ভক্তপালের বাস্তব জীবনের সাথে তাদেরই মাঝে দেহগ্রহণ করতে পারেন তবেই তিনি প্রচারকার্যে সকলের নিকট গ্রহণীয় হবেন এবং সকলের সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হবেন।

খ্রীষ্ট নামের জন্য কষ্টভোগ :

"খ্রীষ্টবাণী প্রচার করতে গেলে অনেক সময় অনেক কষ্টভোগ ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়, এমনকি প্রহার, কারাবাস, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বহু পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ আর অনাহারের যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয়।" বাংলাদেশে বাণীপ্রচার কাজ এত সহজ নয়। এদেশের বাণী-প্রচারকদেরও অনেক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। তাই সাধু পলের মত আমরাও যদি খ্রীষ্ট নামের জন্য কষ্টভোগ করতে সদা প্রস্তুত থেকে বাণীপ্রচার কাজ করে যাই এবং প্রচার কাজের সকল কষ্ট খ্রীষ্টের নামে সহ্য করে চলি তবেই আমরা বাংলাদেশের সর্বত্র খ্রীষ্টবাণী পৌঁছে দিতে সক্ষম হব।

প্রচার কাজে সহযোগী মনোভাব ও পারস্পরিক একাত্মতা ও বিনম্রতা প্রকাশ :

একা গড়ে না কেউ, গড়ে অনেকে মিলে। বাংলাদেশে বাণী প্রচার কাজে কোন প্রচারকই একা একা সফল হতে পারে না। তাই সাধু পল যেমন বাণী প্রচার কাজে তার সহযাত্রী ও সহপ্রচারক ভাইবোনদের সাথে সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করতেন তেমনি বাংলাদেশে বাণীপ্রচার কার্যেও বাণীপ্রচারকগণের উচিত সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করা। বাণীপ্রচারকদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাই বাংলাদেশে খ্রীষ্টবাণী সফলভাবে প্রচারিত হতে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশের প্রত্যেকজন বাণীপ্রচারককে হতে হবে সাধু পলের ন্যায় পরিশ্রমী :

"বাণীপ্রচারক ও পালক হিসেবে সাধু পল তাঁর প্রাণের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কায়িক শ্রমের মধ্য দিয়ে প্রতিদিনের অন্নের সংস্থান করেছেন। এভাবে তিনি নিজেকে মানুষের কাছে বোঝা স্বরূপ না করে বরং প্রচারযাত্রার সবক্ষেত্রেই নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন। এ বিষয়ে সাধু পল তার লেখায় উল্লেখ করেন যে, "তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে, ভাই, তখন আমরা কত পরিশ্রম, কত কঠিন কাজই না করেছিলাম, তখন আমরা তো দিন রাত কাজ করতাম, যাতে আমরা তোমাদের কারও গলগ্রহ না হই' (১থেসা ২:৯)। সুতরাং বাংলাদেশে বাণীপ্রচারের ক্ষেত্রে সাধু পলের মত প্রত্যেকজন বাণীপ্রচারক ও পালক যদি পরিশ্রমী হয়, এবং জনগণের কাছে বোঝাস্বরূপ না হয়ে নিজেদের জীবনের দায়িত্ব অন্যদের উপর চাপিয়ে না দেয় তবেই বাণী প্রচার ও পালকীয় সেবাদানের ক্ষেত্রে তারা সফল ও সার্থক হবে। তাই বাংলাদেশের প্রত্যেকজন বাণীপ্রচারককে সাধু পলের ন্যায় পরিশ্রমী হতে হবে।

বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালন :

বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালনই ছিল সাধু পলের বাণী প্রচারের অন্যতম এক পদ্ধতি। বাংলাদেশে বাণীপ্রচারের ক্ষেত্রে আমরাও সাধু পলের এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি। মঙ্গলবাণী প্রচারের কাজকে আমরা যদি সাধু পলের মত আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি এবং এ কর্তব্য পালনে বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান হই তাহলে বাংলাদেশে বাণীপ্রচার কার্যে আমরা অবশ্যই সফলতা লাভ করব।

বাংলাদেশের স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে সাধু পলের বাণীপ্রচার পদ্ধতি অনুসরণের উপযোগিতা

স্থানীয় ভাষার ব্যবহার :

অন্য যে কোন ভাষা থেকে সবার কাছেই তার মাতৃভাষা প্রিয়। তাই বাণী প্রচার ও তার পরবর্তী সময়ে মণ্ডলী পরিচালনায় স্থানীয় ভাষার প্রচলন সাধু পলই শুরু করে গেছেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষীর জনগণ বাস করে। এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা হলেও অন্যান্য আরো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পৃথক পৃথক মাতৃভাষা রয়েছে। তাই বাংলাদেশের জনগণের নিকট বাণী প্রচারের জন্য বানীপ্রচারকদের উচিত সাধু পলের ন্যায় স্থানীয় ভাষায় বাণীপ্রচার করা।

স্থানীয় ভাষায় বাণীপ্রচার করলে লোকেরা অতি সহজেই বাণীপ্রচারকদের আপন মনে করে এবং তাদের প্রচারে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তাই বাংলাদেশে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করে বাণীপ্রচার করলেই বাণীপ্রচারকগণ সাধু পলের ন্যায় সার্থক ও সফল হবেন।

স্থানীয় বিশ্বাস, ধর্মচর্চা ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দান :

স্থানীয় মণ্ডলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, স্থানীয় লৌকিক বিশ্বাস যা খ্রীষ্ট বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়, তা গ্রহণ করা। সাধু পল বিচক্ষণতার সাথে এথেন্সবাসীর স্থানীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে খ্রীষ্ট বিশ্বাসের বীজ বপন করেন। তাই সাধু পলের মত আমরাও বাংলাদেশে বাণীপ্রচার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সাথে স্থানীয় বিশ্বাস, ধর্মচর্চা ও সংস্কৃতি যা খ্রীষ্ট বিশ্বাসের পরিপন্থী নয় তা গ্রহণ করে নিলে জনগণ সহজেই খ্রীষ্টবিশ্বাসকে আপন করে নেবে এবং আমরা বাণীপ্রচারে সার্থক হব।

স্থানীয় নেতৃত্ব গঠন :

"সাধু পল যেখানেই বাণী প্রচার করেছেন, এবং তার ফলশ্রুতিতে যেখানেই বিশ্বাসী মণ্ডলী গঠন করেছেন, সেখানেই তিনি তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধি নিয়োগের পাশাপাশি স্থানীয় বিশ্বাসী ভক্তদের মধ্য থেকে কয়েকজন যোগ্য প্রবীণ নেতৃবৃন্দকে বেছে নিয়েছেন, যেন তারা বিশ্বাসের জীবন যাত্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে। এতে করে খ্রীষ্টবিশ্বাসের সাথে স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির ইতিবাচক মূল্যবোধগুলোর যোগসূত্র ঘটিয়ে খ্রীষ্টবিশ্বাসকে জনগণের উপযোগী করে মানুষের অন্তরে আরো গ্রহণযোগ্যতা দান করতে পারেন। প্রত্যেক বাণীপ্রচারক, তিনি স্থানীয়ই হন কিংবা অন্য স্থান হতে কর্মদায়িত্ব নিয়ে আগতই হন, তাকে এ কথাটি গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করতে হয়। নতুবা জনগণের মধ্যে ব্যক্তি হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতা ও তার সম্পাদিত সেবাকর্ম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে পারে। সুতরাং সাধু পল যেভাবে স্থানীয় নেতৃত্ব গঠনে তৎপর ছিলেন তেমনি বাংলাদেশের সকল বাণীপ্রচারক পুরোহিত, ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীকে বাণীপ্রচারের সময় জনগণের মধ্যে স্থানীয় নেতৃত্ব গঠনে মনোযোগী হতে হবে। কারণ "তাঁরই দেওয়া শক্তিতে কেউ কেউ হয়ে উঠেছে প্রেরিত দূত, কেউ কেউ প্রবক্তা, কেউ কেউ আবার মঙ্গলসমাচার প্রচারক, কিংবা গণপালক বা শিক্ষাগুরু, যাতে ভক্তজনেরা খ্রীষ্টীয় সেবাকর্মের জন্যে যথার্থই উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে আর এ ভাবেই গড়ে তুলতে পারে খ্রীষ্টের সেই দেহটি (মণ্ডলী)" (এফে ৪:১১-১২)। এখানে উল্লিখিত গণপালক হচ্ছে মণ্ডলীর ভারপ্রাপ্ত মানুষ – যারা মণ্ডলীর মধ্য থেকে বাছাইকৃত। তাই বাংলাদেশে খ্রীষ্টবাণী প্রচার ও পালকীয় সেবাদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃত্ব গঠন ও পরিপোষণ করা প্রত্যেকজন বাণীপ্রচারক ও ধর্মপালকের জন্য অত্যাবশ্যক।

স্থানীয় মণ্ডলীতে অর্থনৈতিক ভিত্তি :

স্থানীয় মণ্ডলীর আরো একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই মণ্ডলী অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হবে। স্থানীয়ভাবে মণ্ডলীর যে কোন প্রয়োজনে অর্থের যোগান দিতে সক্ষম হবে এবং সার্বজনীন মণ্ডলীতেও অর্থনৈতিক অবদান রাখবে। সাধু পল কর্তৃক স্থাপিত করিন্থীয় ও গালাতীয় মণ্ডলী জেরুসালেম মণ্ডলীর জন্যে যে অর্থ সাহায্য দিয়েছিল তা থেকেই বুঝা যায় এসব মণ্ডলী অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ছিল। তাই বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলে বাণীপ্রচার করার সময় স্থানীয় মণ্ডলীকে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল করে তোলার পদক্ষেপ নিলে বাণীপ্রচারের ক্ষেত্রে আমরা সফলতা অর্জন করতে পারব। এ ব্যাপারে আমরা সাধু পলের আদর্শ ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি।

স্থানীয় মণ্ডলীর একতা রক্ষা :

স্থানীয়ভাবে মণ্ডলীর একতা রক্ষা করা খুবই জরুরী। সাধু পল কর্তৃক স্থাপিত মণ্ডলীগুলি তাদের একতার পরিচয় দিয়েছে তাদের প্রার্থনা ও কাজে। সুতরাং বাংলাদেশে বাণীপ্রচার ও পালকীয় সেবাকাজের ক্ষেত্রে মণ্ডলীর একতা রক্ষা করে চললে আমরাও পলের ন্যায় বাণীপ্রচার কার্যে সফল হবে।

বাংলাদেশের সব মানুষকে পরিত্রাণের পথে নিয়ে আসতে সাধু পলের বাণীপ্রচার পদ্ধতি অনুসরণ

বাংলাদেশের স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে সাধু পলের বাণীপ্রচার পদ্ধতি অনুসরণের উপযোগিতা নিম্নে আলোচনা

কর হল।

ভালবাসা প্রদর্শন :

সব মানুষের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা প্রদর্শন সাধু পলের প্রচার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সাধু পল যাদের কাছে বাণী প্রচার করতেন তাদেরকে যেমন সর্বদা পিতৃসুলভ ভালবাসা প্রদান করতেন তেমনি বাংলাদেশে বাণীপ্রচারক্ষেত্রে বাণীপ্রচারকগণ যদি সব মানুষকে আন্তরিক ভালবাসা প্রদান করেন তাহলে বাণীপ্রচারকগণ তাদের প্রচারক্ষেত্রে সফলভাবে কাজ করতে পারবেন।

মিলন সমাজ গঠন :

আমাদের বাংলাদেশের ও সমাজের মানুষ যে শুধু দৈহিক খাদ্যের জন্য ক্ষুধার্ত, তা নয়। তাদের রয়েছে আরো অনেক ক্ষুধা। তারা শিক্ষা ও জ্ঞান, সুখ ও নিরাপত্তা, প্রেম ও শান্তি, ন্যায্যতা ও মানব মর্যাদার জন্য ক্ষুধার্ত। তারা এমন এক ধরনের আহার চায় যা সত্য, স্থায়ী ও বলদায়ক। তাই সাধু পল যেমন খ্রীষ্টবাণী প্রচার করে সব মানুষের আত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করেছেন, তেমনি বাংলাদেশে ঐশবাণী প্রচার করে আমরাও মানুষের আত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করতে পারি। মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণায় জীবন যাপন করে মানুষ যেন নিজেদের মধ্যে বিরাজমান বিবাদ বিভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে, মিলন সমাজ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয়– এ ব্যাপারে সাধু পলের মত বাংলাদেশের সকল বাণীপ্রচারক বা পালককে উদ্যোগী হতে হবে। সাধু পল যেমন মঙ্গলবাণীর আলোকে সব স্থানে মিলন সমাজ গড়ে তুলেছেন তেমনি আমরাও বাংলাদেশে বাণীপ্রচার করে সব মানুষকে নিয়ে মঙ্গলবাণীর আলোকে মিলন সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি :

"সাধু পল মণ্ডলীর সর্বস্তরের জনগণ অর্থাৎ প্রবীণ, নেতৃবর্গ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, ধনী-গরীব, ক্রীতদাস-মনিব প্রতিটি ক্ষেত্রে সমদৃষ্টি পোষণ করে তাঁর উপদেশ, পরামর্শ, নির্দেশনা, সমর্থন কিংবা প্রয়োজনে তিরস্কারও করেছেন। তাই তিনি তার প্রেরিত বা নিযুক্ত প্রতিনিধিদের সমাজের সবল ও সচ্ছল থেকে শুরু করে দুর্বল ও অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়ানো পরামর্শ দেন, সহৃদয়তা দিয়ে স্বজনের মত মনোভাব নিয়ে তাদেরকে গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। সুতরাং বাংলাদেশে বাণীপ্রচারে সকল বাণীপ্রচারক যদি উক্ত গুণাবলীর অধিকারী হয় তাহলে বাণীপ্রচারে তারা অবশ্যই সফল হবেন।

বাংলাদেশে খ্রীষ্টবিশ্বাস ও খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের রক্ষায় সাধু পলের বাণীপ্রচার পদ্ধতি অনুসরণের উপযোগিতা

পালক-ভক্তের মাঝে যোগাযোগ :

আমরা স্পষ্ট দেখি যে, সাধু পলের স্থাপিত কোন মণ্ডলীতে যখনই বিপর্যয় নেমে এসেছে, কিংবা কোন ভ্রান্তশিক্ষা ছড়িয়ে পড়েছে, অথবা নেতৃত্বের কোন্দলে দলাদলি, অনাচার এমনকি ভাঙ্গন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখনি তৎপরতার সাথে তিনি কোন না কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন নিজে ছুটে গিয়ে, নতুবা প্রতিনিধি প্রেরণের মধ্য দিয়ে। সুতরাং সাধু পলের মত আমরাও বাংলাদেশে বাণী প্রচার ক্ষেত্রে ভক্তবৃন্দের সাথে আন্তরিক যোগাযোগ রাখতে পারি; ভক্তবৃন্দের মাঝে কোন ভ্রান্ত শিক্ষা বা কোন্দল বা দলাদলির কারণে বিশৃঙ্খলা বা ভাঙ্গন দেখা দিলে সাধু পলের মত আমরাও উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়ে তা দূর করতে পারি।

দক্ষ পরিচালনা :

সাধু পল যেখানেই বাণী প্রচার করেছেন, সেখানেই তিনি যেমন যত্নশীল ছিলেন, যাতে লোকেরা খ্রীষ্ট বিশ্বাসকে হারিয়ে না ফেলে ভ্রান্ত ও শিক্ষাদানকারীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন, তেমনি বাংলাদেশের বাণীপ্রচারকদেরও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত যেন খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা ভ্রান্ত শিক্ষাদানকারীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে এবং নিজেদের খ্রীষ্টবিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখতে পারে।

খ্রীষ্টীয় আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে আপোষহীন মনোভাব :

"খ্রীষ্টীয় আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সাধু পলের ছিল আপোষহীন মনোভাব। আমাদের খ্রীষ্টীয় জীবন যা ঐশ কৃপাবর্ষণে প্লাবিত তা যেন আমাদের অনৈতিক জীবন যাপনের মাধ্যমে আমরা কলুষিত না করি– এই

বিষয়ে সাধু পল কঠোর ভাষায় তার পালকীয় পত্রগুলির মাধ্যমে আমাদের সতর্ক করেন এবং একই সাথে আমাদের এই বলে উৎসাহিত করেন, 'ঐশ অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, আমরা যেন সবরকম অধর্মাচরণ ও পার্থিব কামনা পরিত্যাগ করি, আমরা যেন এই সংসারে আত্ম-সংযত, ধর্মসম্মত ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি' (তীত ২:১২)"। এক্ষেত্রে বাণীপ্রচারক ও পালক হিসেবে বাংলাদেশে আমাদের সেবাক্ষেত্রে অনেকের সামাজিক অবস্থানগত কারণে তাদের অনৈতিক জীবন যাপনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কখনও আপোষমুখী হওয়ার প্রবণতা আসলেও সামগ্রিক স্বার্থেই তা এড়াতে হবে। এজন্য প্রাথমিক অবস্থায় অনেক ক্ষমতাবানদের সাথে সম্পর্কের অবনতিও ঘটতে পারে। কিন্তু বাণীপ্রচারক বা পালক যখন সত্যের সমর্থনে নিজে অবস্থানে অটুট থাকবেন তার পক্ষে নিরঙ্কুশ সমর্থন দেরীতে হলেও পাবেন। সুতরাং বাংলাদেশে বাণীপ্রচারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বাণীপ্রচারক ও পালককে সাধু পলের ন্যায় খ্রীষ্টীয় আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে আপোসহীন মনোভাব রাখতে হবে। এভাবে বাংলাদেশে বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে বা পালকীয় সেবাদানের ক্ষেত্রে একজন বাণী প্রচারক ও পালককে সাধু পলের মত অনৈতিকতা ও অসত্যের বিরুদ্ধে আপোসহীন মনোভাব রাখতে হবে। আর সাধু পলের মত আমাদের অনৈতিকতা ও অসত্যের বিরুদ্ধে আপোসহীন মনোভাবই সাহায্য করবে বাংলাদেশের বৃহত্তর মাণ্ডলিক পরিবারকে খ্রীষ্টীয় ভাবধারায় গড়ে তুলতে ও স্বর্গীয় তীর্থযাত্রার পথে পরিচালিত করতে।

খ্রীষ্টবিশ্বাসের ধারক ও বাহক :

বাংলাদেশে বাণীপ্রচার ও পালকীয় ক্ষেত্রে সাধু পলের শিক্ষানুযায়ী প্রত্যেক পালককে হতে হবে খ্রীষ্টবিশ্বাসের ধারক ও বাহক। বাংলাদেশে বাণীপ্রচারে একজন বাণীপ্রচারক বা স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতিপালনকারী হিসেবে একজন বাণীপ্রচারক ও পালককে নিজের মেষদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিকে কঠিন হস্তে অথচ বিনম্রভাবে জয় করতে হবে। সেই সাথে তিনি অবশ্যই নিজের জীবন দিয়ে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহন করবেন– যা খ্রীষ্টের সঙ্গে তার সমরূপতাকে প্রকাশ করবে। তাই 'খ্রীষ্টসাক্ষী হিসেবে তাঁকে ঈশ্বরের দেওয়া শক্তি ও সাহসের উপর সদা নির্ভর করতে হবে অত্যন্ত বিনম্রতার সাথে, মেনে নিতে হবে শত দুঃখ-লাঞ্ছনার বোঝা। ধর্মবিশ্বাস রক্ষার পাশাপাশি তাকে হতে হবে সাধু পলের ন্যায় আদর্শ জীবন যাপনের অধিকারী– যাঁকে সকলেই সম্মানের চোখে দেখবে ও অনুসরণ করার প্রেরণা লাভ করবে। বিবেচক, সহনশীল, আত্মসংযমী, সুশিক্ষিত, নির্লোভ, মিতাচারী, বিনম্র, ভদ্র, অতিথিবৎসল ও শিক্ষাদানে পারদর্শী মানুষ হওয়ার জন্য সাধু পল মণ্ডলীর সব বাণীপ্রচারক ও পালকদের প্রতিনিয়ত অনুরোধ জানান' (১তিমথি ৩:১-৭)। সুতরাং বাংলাদেশে বাণীপ্রচার এবং খ্রীষ্টবিশ্বাস রক্ষার্থে ও ধর্মপালনে প্রত্যেক বাণীপ্রচারক হবেন বাস্তববাদী অথচ ধর্মপরায়ণ ও ন্যায়শীল ব্যক্তি। বিশ্বাসের যে আমানত তিনি তাঁর পূর্বসুরীর কাছ থেকে লাভ করেছেন, তা বিশ্বস্তভাবে তাঁর-ই উত্তরসূরীদের কাছে হস্তান্তর করা তার দায়িত্ব– ঠিক যেমনটি স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশুর কাছ থেকে সাধু পল বিশ্বাস লাভ করেছিলেন এবং নিজের প্রচারকর্মের মধ্য দিয়ে গঠিত বিভিন্ন মণ্ডলীর পালকের হাতে তার ভার তুলে দিয়েছিলেন।

সংস্কৃত্যায়ন :

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পর হতে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সংস্কৃত্যায়নের যে জোয়ার বইছে তা সাধু পলের আদর্শ ও প্রচার পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা আরো সফলভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। বাণী প্রচার ক্ষেত্রে সাধু পল সর্বদা স্থানীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির উপর জোর দিতেন। তিনি যেমন তাঁর নিজের মত করে খ্রীষ্টবিশ্বাসকে কারো কারো উপর চাপিয়ে না দিয়ে বরং যারা যেভাবে সহজে বুঝতে পারে সেই পন্থা অবলম্বন করে তাদের নিকট বাণী প্রচার করে গেছেন তেমনি আমরাও বাংলাদেশে বাণীপ্রচার করার সময় আমাদের নিজেদের মত করে খ্রীষ্টবিশ্বাসকে কারো উপর চাপিয়ে না দিই এবং যারা যেভাবে সহজে বুঝতে পারে সেই পন্থা অবলম্বন করে তাদের নিকট বাণীপ্রচার করি অর্থাৎ বাংলাদেশে বাণীপ্রচার ও পালকীয় ক্ষেত্রে যদি সংস্কৃত্যায়নের উপর জোর দিই তাহলে বাংলাদেশে আমাদের বাণীপ্রচার কার্যকর ফল দিবে।

বাংলাদেশে বাণীপ্রচারে সাধু পলের মত বিবিধ চারিত্রিক গুণাবলীর ব্যবহার

পালকীয় ক্ষেত্রে দক্ষতা ও বিচক্ষণতা :

বাংলাদেশে পালকীয় ক্ষেত্রে দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সহিত বাণীপ্রচার কাজ করে গেলে বাণীপ্রচারের সুফল আমরা দেখতে পাব। পল ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ স্বভাবের মানুষ। কোন কিছু বলার বা করার পূর্বে তিনি স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে গভীর পর্যবেক্ষণ করে নিতেন। সুতরাং বাংলাদেশে বাণীপ্রচারের ক্ষেত্রে আমরা যদি সাধু পলের মত দক্ষতা ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করি তাহলে আমরাও বাংলাদেশে বাণীপ্রচারে সাধু পলের মত সফল হব। সাধু পল যেমন বিচক্ষণতার সহিত পালকীয় সেবাকাজের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে নিয়ে সকলকে তাতে সম্পৃক্ত করে সমন্বিতভাবে কাজ করেছেন তেমনি আমরাও যদি বাংলাদেশে বাণীপ্রচার কাজে ও পালকীয় সেবাকাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে নিয়ে সকলকে তাতে সম্পৃক্ত করে সমন্বিতভাবে কাজ করি তাহলে আমরাও বাংলাদেশে বাণীপ্রচার করে খ্রীষ্টের বাণী সর্বত্র পৌঁছে দিতে সক্ষম হব।

সাহসিকতা :

বাংলাদেশে বাণী প্রচার কার্যে দুঃখ-দুর্ভোগ, কষ্ট ও নির্যাতন আসাটাই স্বাভাবিক। তাই সাধু পলের মত আমরাও যদি নির্ভয়ে সাহসিকতার সঙ্গে মানুষের কাছে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের কথা সরাসরি ঘোষণা করি তাহলে আমাদের জীবনে হয়ত অনেক দুঃখ-দুর্ভোগ, কষ্ট ও নির্যাতন আসবে। কিন্তু বাণীপ্রচার কার্যে প্রতিকূল অবস্থায় সাধু পলের মত আমরাও সাহসিকতার পরিচয় দিলে একদিন না একদিন আমরা আমাদের বাণীপ্রচার কাজে সফলতার মুখ দেখতে পাব।

প্রার্থনায় একমন, একপ্রাণ হয়ে নিবিষ্ট থাকা :

বাংলাদেশে বাণীপ্রচার কাজে অনেক প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই বাংলাদেশে বাণীপ্রচার কাজের সময় আমরা যদি সাধু পলের মত আমাদের যত দুঃখ-দুর্ভোগের সময় আমাদের অন্তারাত্মা ও মন দিয়ে প্রার্থনা করি তাহলে আমরা পরম পিতার কাছ থেকে শক্তি, সাহস, সান্ত্বনা ও শান্তি লাভ করব এবং বাংলাদেশে বাণীপ্রচার কাজে সার্থক ও সফল হব।

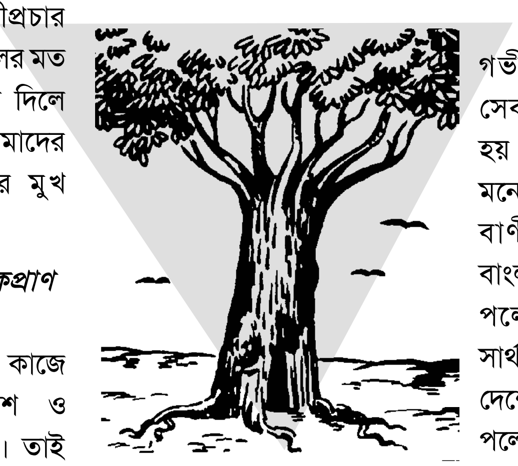

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ :

বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে পল যেমন কখনও অন্যায়ের সাথে আপোস করেননি এবং এমন কি পিতরের অন্যায় আচরণও সহ্য করেন নি তেমনি আমরাও যদি বাংলাদেশে বাণীপ্রচারক্ষেত্রে কখনও অন্যায়ের সাথে আপোস না করি এবং সমাজের সকল মন্দতা ও ক্ষতিকর দিকগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যা-কিছু সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর তার পক্ষালম্বন করি তাহলে দেরীতে হলেও আমরা আমাদের বাণীপ্রচার কাজে সফলতা লাভ করব।

বাণী প্রচারে ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ :

সাধু পলের বাণী প্রচারের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ ঘটাতে পারি। কিন্তু এর পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই নানা বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করতে হবে। সাধু পলের মত আমরা যত বেশী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হব ততই আমরা আরো বেশী কার্যকরভাবে বাংলাদেশে বাণীপ্রচার কাজ চালিয়ে নিতে পারব।

খ্রীষ্টপ্রেম ও নিঃস্বার্থ সেবাকাজের মনোভাব :

বাণীপ্রচার কাজে সাধু পলের গভীর খ্রীষ্টপ্রেম ও নিঃস্বার্থ সেবাকাজের মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। খ্রীষ্টপ্রেম ও নিঃস্বার্থ সেবাকাজের মনোভাবই ছির সাধু পলের অন্যমত বাণীপ্রচার পদ্ধতি। আমরাও বাংলাদেশে বাণীপ্রচার কাজে সাধু পলের এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে সার্থকভাবে খ্রীষ্টের বাণী আমাদের দেশের সর্বত্র প্রচার করতে পারি। সাধু পলের ন্যায় আমাদেরও যদি গভীর

খ্রীষ্টপ্রেম ও নিঃস্বার্থ সেবাকাজের মনোভাব থাকে তাহলে জগতের কোন কিছুই, কোন সমস্যা-সংকট, দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন-নিপীড়ন, খাদ্য-বস্ত্রের অভাব অথবা অন্য কোন শক্তি বাংলাদেশে আমাদের বাণীপ্রচারক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

উপসংহার
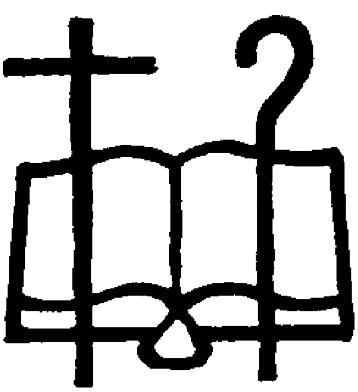
প্রেরিত দূত হিসেবে সাধু পল যেমন বিশ্বজুড়ে সমাদৃত, তেমনি একজন খাঁটি ও আদর্শ বাণীপ্রচারক হিসেবে বিশ্বনন্দিত। তিনি বাণী প্রচার করেছেন শুধু যে ইহুদীদের কাছে, এমন নয়। পবিত্র শাস্ত্র সাধু পলকে বিজাতীয়দের কাছে ঐশবাণী প্রচারক হিসেবে আখ্যায়িত করে। বাণীপ্রচারে তাঁর এই সার্বজনীনতার জন্য তাঁকে কারাবাসসহ অনেক নির্যাতন গ্রহণ ও বরণ করতে হয়েছে। যীশুর জীবন, শিক্ষা ও আদর্শকে তিনি এমন দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস, গ্রহণ, ধারণ ও বরণ করে নিয়েছিলেন যে, জীবনে তিনি খ্রীষ্টকে ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না, তাঁর কাছে বেঁচে থাকা মানেই খ্রীষ্ট; তিনি এমনও বলেছেন যে, 'আমি আর আমি নই, আমার মধ্যে আছে খ্রীষ্ট' (গালা ২:২০)। এই শত সংঘাতময় পৃথিবীতে আজ আমাদের প্রত্যেকের কাছে এক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আহ্বান আসছে ঐশবাণীর আলোকে জীবন যাপন; কথা-কাজ-আচরণে গোটা ব্যক্তিত্বে ঐশবাণীর মূল্যবোধগুলো প্রকাশ করার। জীবন যখন হয়ে উঠে বাণী তখন সেই জীবন হয়ে উঠে একটি প্রচার। আজ বাংলাদেশে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মুখের বুলিতে প্রাঞ্জল ভাষা, সজ্জিত মঞ্চ থেকে মনমাতানো কায়দা কৌশলে বাণী-ভাষণগুলোর অভাব নেই। এসব শুনতে শুনতে মানুষ আজ অনেকটাই ক্লান্ত। স্বাদ ও সারহীন এমন মূল্যবান ভাষণগুলো মানুষের মধ্যে পূর্ণ ও প্রত্যয়যুক্ত বিশ্বাস জন্মাতে পারে না বলেই আজ প্রয়োজন রয়েছে যীশুর শিক্ষা ও যীশুর আদর্শের আলোকে জীবন গড়েছেন, যিনি সেই পলের ন্যায় ব্যক্তি, যার জীবন ঐশবাণীরূপে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। যীশু যেমন গোটা জীবন দ্বারা হয়ে উঠেছিলেন ঈশ্বরের প্রেমকাহিনী এবং সাধু পল যেমন হয়ে উঠেছিলেন এক খ্রীষ্টসৈনিক। আমরাও আমাদের এই সোনার বাংলাদেশে বাণীপ্রচার ও বাণীময় জীবনযাপনে হয়ে উঠতে পারি তেমনি এক ঈশ্বরের প্রেমকাহিনী; হয়ে উঠতে পারি সাধু পলের মতই খ্রীষ্টসৈনিক। সাধু পলের পালকীয় উদ্দীপনা এবং বাণী প্রচারের বিভিন্ন অভিনব ও নান্দনিক পদ্ধতি বা কৌশলসমূহ বাংলাদেশে বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের সকলের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ। তাঁর বাণী প্রচার পদ্ধতি অনুসরণ করে বাণী প্রচার করলে আমরা বাংলাদেশের সর্বত্র অত্যন্ত সফলতার সাথে সব মানুষের কাছে খ্রীষ্টের বাণী পৌঁছে দিতে সক্ষম হব। সাধু পলের ন্যায় বাংলাদেশে বাণী প্রচারে আমরা যদি সফল হই তাহলে আমরাও তাঁর মত অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ীর সুরে বলতে পারব, "শুভ সংগ্রামী হয়েছি আমি, শেষ করেছি নির্দিষ্ট দৌড়, অটুট রেখেছি আমার খ্রীষ্টবিশ্বাস। তাই এখন থেকে আমার জন্যে তোলা রইল ধর্মিষ্ঠতার সেই বিজয় মুকুট, যে-মুকুট ধর্মময় বিচারক স্বয়ং প্রভু সেই মহাদিনটিতে আমাকে পরিয়ে দেবেন" (২য় তিমথি ৪:৭-৮)। সুতরাং পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, বাংলাদেশে বাণী প্রচারে সাধু পলের বাণী প্রচার পদ্ধতি অনুসরণের উপযোগিতা অত্যন্ত বেশী।